দৈনিক জনকণ্ঠ

6

তারিখ AUG 27 1999
পৃষ্ঠা 2 কলাম 2

এইচএসসিতে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ ৬৮ শতাংশই এবার উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত হবে

ইলিয়াস খান

আসন সঙ্কটের কারণে ১৯৯৯ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ শতকরা ৬৮ ভাগ ছাত্রছাত্রী উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে পারবে না। সোমবার একযোগে প্রকাশিত দেশের পাঁচটি শিক্ষা বোর্ডের এইচএসসি পরীক্ষায় পাঁচ বোর্ডে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে ৬৮ হাজার ৬৭৪ জন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজসহ উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে সর্বমোট আসন রয়েছে মাত্র ২২ হাজার। ফলে ৪৬ হাজার ৬৭৪ শিক্ষার্থী এসব প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে পারবে না। এদের সামান্য অংশ দেশের বেসরকারী উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিংবা বিদেশে পড়ার সুযোগ পেলেও (১১- পৃষ্ঠা ৪-এর কঃ দেখুন)

এইচএসসিতে প্রথম

(প্রথম পাতার পর)

বাকিদের সাধারণ ডিগ্রী নিতে হবে কিংবা ঝরে পড়তে হবে।

বোর্ডওয়ারী ফলে ঢাকা বোর্ডে ২৪ হাজার ২৫৭, রাজশাহী বোর্ডে ২০ হাজার ৫৩৩, যশোর বোর্ডে ১১ হাজার ৯৬৩, কুমিল্লা বোর্ডে ৭ হাজার ১০৭ এবং চট্টগ্রাম বোর্ডে ৪ হাজার ৮১৪ জন প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে। কিন্তু পাসের তুলনায় আসন সংখ্যা অনেক কম। দেশে বর্তমানে সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে ১১টি। এর মধ্যে জাতীয় ও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় বাদে বাকি ৯টিতে নিয়মিত ছাত্র ভর্তি করা হয়। সরকারী মেডিক্যাল কলেজ রয়েছে ১৩টি। এই বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিক্যাল কলেজগুলোতে আসন সংখ্যা ১৬ হাজার ৪শ'র মতো। এছাড়া বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে ১৮টি, বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজ ৫টি, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ রয়েছে ৪টি। বর্তমান প্রচলিত মানদণ্ডে উল্লিখিত সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকেই দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে ধরা হয়। কিন্তু এসব প্রতিষ্ঠানে সব মিলিয়ে আসন সংখ্যা রয়েছে ২২ হাজার। এদিকে তীব্র আসন সঙ্কট থাকলেও পদ্ধতিগত জটিলতার কারণে ভর্তি প্রক্রিয়া শেষে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে অনেক সিট খালি থেকে যায়। দেখা যায়, তাই শিক্ষার্থী অনেক সময় দু-তিনটি প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য আবেদন করে। সব জায়গায় সুযোগ পেলেই অপেক্ষাকৃত ভাল প্রতিষ্ঠানের ভর্তি কার্যকর রাখে। ফলে অন্য জায়গায় সিট খালি পড়ে থাকে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা জানান, এই সমস্যা সমাধানের জন্য '৯৫ সালে একবার দেশে একটি সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতি চালুর উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আহ্বানে এ বিষয়ে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ও উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানরা একমত হয়েছিলেন যে উচ্চ শিক্ষায় ভর্তির ক্ষেত্রে বিড়ম্বনা কমাতে দেশে একটি সমন্বিত ভর্তি পদ্ধতি চালু করা প্রয়োজন। পরে কয়েক দফা বৈঠকে সমন্বিত ভর্তি পদ্ধতির রূপরেখাও প্রায় চূড়ান্ত হয়েছিল। কিন্তু এর মধ্যে ঐ শিক্ষাবর্ষের সময় পার হয়ে যাওয়ায় সমন্বিত ভর্তি পদ্ধতিটি কার্যকর হয়নি। ভর্তি পদ্ধতি নিয়ে অনুষ্ঠিত সর্বশেষ বৈঠকে বলা হয়েছিল, পরের বছর সমন্বিত ভর্তি পদ্ধতির রূপরেখা আরও মডারেট করে বাস্তবায়ন করা হবে। কিন্তু সরকার পরিবর্তন হওয়ায় সমন্বিত ভর্তি প্রক্রিয়াটি ঐ বছরই থামাচাপা পড়ে যায়। এরপর এ বিষয়ে আর কোন অগ্রগতি হয়নি। আসন সঙ্কট নিরসনের জন্য বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার এক বছরের মধ্যে ১৩টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। কিন্তু প্রস্তাবিত এ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিজ নিজ এলাকায় স্থাপনের জন্য সংশ্লিষ্ট রাজনীতিবিদ ও সংসদ সদস্যদের মধ্যে প্রতিযোগিতার কারণে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন প্রক্রিয়া থমকে গেছে।